[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

পালন করা হয়।

গতকাল রকিবুল ইসলাম ও উত্তম কুমার দেবনাথ এর জন্মদিনের মধ্যে দিয়ে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি করেন অনিবার্ণ থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন। এখন থেকে কেউ জন্মদিন পালন করতে চাইলে নিজ নিজ উদ্যোগে পালন করতে পারবেন।

এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিবার্ণ থিয়েটারের সিনিয়র সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বদরুল আলম ফিট্টু, কার্যনিবার্হী পরিষদের কবিরুল হক লিপু, অনন্ত কুমার শান্তারা, প্রভাষক মিল্টন কুমার সাহ, আওয়াল হোসেন, ইসরাইল হোসেন খান টিটো, হাসমত কবির, মিরাজ উদ্দিন, মাহাবুবুর রহমান মুকুল, সাজ্জাদ হোসেন, আল মামুন, মিলন ও জেসমিন আক্তার পপি, লিটন, পূর্বা, পল্লী, পাপিয়া, হাবিবুর রহমান, আলিফসহ প্রায় ৭০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় কেয়া মল্লিকের নারী উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার অসাধারণ গল্প

বিয়ের পর ইডেন কলেজ থেকে বোটানিতে মাস্টার্স করেন কেয়া। এরই মধ্যে কেয়ার কোলজুড়ে লিনাত নামের একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। স্বামী বেকার কেয়াও বেকার। সচ্ছল পরিবারে বেকারত্ব পেট ভরাতে কষ্ট দেয় না। কিন্ত কেয়া লক্ষ্য করলো তার মনোজগতে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। ভেতরটা বিদ্রোহ করতে চাইছে। পরিবারে আলো ছড়াতে চাইছে। সুশিক্ষায় শিক্ষিত নারীরা পরিবারকে আলোকিত করতে চায়।

এর মধ্যে কেয়া একটি অসাধারণ খবর পেল। ঢাকার একটি কলেজে প্রভাষকের চাকরী হয়েছে তার। কিন্ত এতে বাঁধ সাধলো শ্বাশুড়ীর সাথে কেয়ার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। শ্বাশুড়ীকে ছেড়ে ঢাকায় সেটেল্ড হওয়া কঠিন মনে হল কেয়ার কাছে। কেয়া সিদ্ধান্ত নিল বাড়িতে থেকেই তিনি কিছু একটা করবেন।

কেয়া জানান, নারীদের কর্মমুখী হওয়া প্রয়োজন। যে যেভাবে পারুক কিছু একটা করুক। চেষ্টা করলে সাফল্য আসবেই।

কেয়া বললেন, তার স্বামী- লিমন মল্লিক, আলমডাঙ্গার পশুহাট সড়কে তাদের বাড়ি। তিনি জানান, প্রয়োজনে মোবাইলের এই নম্বরে ০১৭১৬-৭৮-৭৮৭ যোগাযোগ করা যেতে পারে।

চুয়াডাঙ্গায় তিন ফসলি জমিতে রেললাইন স্থাপনের প্রতিবাদে মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থেকে মেহেরপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেললাইন স্থাপনের জন্য তিন ফসলি জমি নির্বাচনের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলার কৃষিনির্ভর কোমরপুর ও বাঘাডাঙ্গা গ্রামের ‘রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটি’ এ মানববন্ধনের আয়োজন করে। শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে এলাকার হাজারো মানুষ অংশগ্রহণ করে।

রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য মোস্তাফিজ কচি জানান, বর্তমান সরকার চুয়াডাঙ্গার সাথে মেহেরপুর জেলার রেলযোগাযোগের জন্য রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

এজন্য পূর্বের প্রস্তাবিত সোজা পথ বাদ দিয়ে নতুন করে কিছু ঘোরা পথে কোমরপুর ও বাঘাডাঙ্গা গ্রামের মধ্য দিয়ে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় এলাকার হাজার হাজার হেক্টর তিন ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এতে অনেক কৃষিজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়বে বলে আমাদের ধারণা। এরই প্রতিবাদে এলাকাবাসী আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে।

রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য জাহিদুর রহমান মুকুল জানান, এলাকার উর্বর কৃষি জমিতে রেললাইন স্থাপনের প্রতিবাদে এলাকাবাসী গত ২৭ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে

প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন রেললাইন স্থাপন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক মওলা বক্স, যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু, সদস্য মহাসিন আলী, ইবাদত আলী, ডা. রবিউল হক, জাহিদুর রহমান মুকুল, হযরত আলী ও মোস্তাফিজ কচি।

বক্তারা বলেন, একটি অসৎ গোষ্ঠির চক্রান্তে পূর্বনির্ধারিত সোজা পথ বাদ দিয়ে ঘোরা পথে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে কার্যক্রমও শুরু হয়েছে। চক্রান্তকারীদের নীলনকশা মোতাবেক এলাকার পতিত জমি বাদ দিয়ে উচ্চ ফলনশীল তিন ফসলি কৃষিজমিতে রেললাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যা এলাকাবাসীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। এজন্য সরকারের কাছে বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে ঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দাবি জানান বক্তারা।

চুয়াডাঙ্গায় তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাদের কর্মশালা শুরু

সারাদেশের ৩৬ জন তরুণ কৃষি উদ্যোক্তাকে নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় দুই দিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা শুরু হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার মেহেরুন পার্কে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ইউটিউব চ্যানেল কৃষি বায়োস্কোপের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের ডীন ড. এমএ রহিম। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের উপ-পরিচালক নিরোদ চন্দ্র সরকার, চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলী হাসান ও সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা তালহা জুবায়ের মাসরুর।

কর্মশালা আগত প্রশিক্ষণার্থীরা জানান, বেসরকারি পর্যায়ে এ ধরণের প্রশিক্ষণ আয়োজন দেশের কৃষির জন্য আশাব্যঞ্জক। এখান থেকে সারাদেশের প্রকৃত উদ্যোক্তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে কৃষিকে এগিয়ে নিতে

কাজ করবেন।

কর্মশালায় বক্তারা বলেন, চুয়াডাঙ্গার কৃষি এমনিতেই সমৃদ্ধ। এখানে অনেক ব্যতিক্রমী চাষাবাদ হয়ে থাকে। সারাদেশে তরুণ উদ্যোক্তারা এ কর্মশালা থেকে শিক্ষা নিয়ে কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনে নব্বই দশকের ছাত্র নেতাদের দৌড়ঝাঁপ

দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনকে সামনে রেখে নব্বই দশকের ছাত্র-নেতারা দলীয় মনোনয়ন পেতে দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছে। কে কোন দলের প্রার্থী তা নিয়ে এখন নিজ নিজ দলের উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করছেন।

তবে দর্শনা পৌরসভার সম্ভাব্য মেয়র প্রার্থী হিসেবে ৩টি দলের সম্ভব্য প্রার্থী হিসেবে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন হাফ ডজন নেতা। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগের বর্তমান মেয়র মতিয়ার রহমান ও দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক দুইবারের ভিপি ও জিএস আবু সাঈদ মোঃ হাসান।

বিএনপি প্রার্থী দর্শনা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সাবেক জিএস এনামুল হক শাহ মুকুল ও দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান দর্শনা পৌর বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান বুলেট এবং বাংলাদেশ জামায়ত ইসলামের প্রার্থী সাবেক দর্শনা সরকারি কলেজের ভিপি আশকার আলী দলীয় মনোনয়ন অপেক্ষয় রয়েছেন বলে প্রার্থীরা জানান।

তবে সাবেক মেয়র বিএনপি নেতা মহিদুল ইসলাম সরাসরি জানিয়ে দেন সে নিবার্চনে অংশ নেবেন না। এদিকে কেউ কেউ মেয়র প্রার্থী হিসেবে নিজেকে জাহির করতে দর্শনা শহরের বিভিন্ন স্থানে ছবি সম্বলিত ফেন্টুন লাগিয়েছেন।

এছাড়া মনে মনে অনেকেই মেয়র প্রার্থী হিসেবে দলের উচ্চ পযার্য়ের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করে যাচ্ছে বলে জানা গেছে।

আগামী পৌর পরিষদের নিবার্চনকে সামনে রেখে এসব প্রার্থীরা দলীয় মনোনয়ন পেতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। বিগত ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর দর্শনা পৌরসভা নিবার্চন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ২৪ জানুয়ারী, ২০১৬ তারিখ খুলনাতে নব-নিবার্চিত দর্শনা পৌর পরিষদের শপথ গ্রহণ হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারি-২০১৬ তারিখে পৌর পরিষদের সদস্যরা দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৬/২/২০১৬ তারিখে নব-নিবার্চিত পরিষদের প্রথম সভা অনষ্ঠিত হয়।

ফলে আগামী ৩০ ডিসেম্বর-২০২০ তারিখে নিবার্চন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পৌরসভা নিবার্চন ঘিরে ইতোমধ্যে ৯০ দশকের বেশ কয়েকজন জনপ্রিয় ছাত্র নেতার আগামী পৌরসভা মেয়র নিবার্চনে মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিতে সম্মতি জানিয়েছেন। তবে দলীয় মনোনয়ন কে পাবেন তার উপর নির্ভর করছে এসব ছাত্র নেতাদের মধ্যে কে কে প্রার্থী হবেন।

বিগত ২০১৫ সালের নিবার্চনের সময় দর্শনা পৌর এলাকায় ভোটার সংখ্যা ছিলো ২৪ হাজার ১৯৫ জন। ২০১৫ সালে পৌর মেয়র প্রার্থী হিসেবে অংশ নেয় ৩জন প্রার্থী এরা হলেন, আওয়ামী লীগের প্রার্থী মতিয়ার রহমান তিনি নৌকা প্রতিকে ১১ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে নিবার্চিত হয়েছিলেন। তার নিকটতম প্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামের প্রার্থী আশকার আলী ভোট পেয়েছিলেন ৩ হাজার ৪৫৯ এবং বিএনপি প্রার্থী সাবেক মেয়র মহিদুল ইসলাম ৩ হাজার ২৭ ভোট পান। এ তিন জন প্রার্থীকে পৌরবাসী ১৮ হাজার ২৮৫ ভোট প্রদান করেন।

তবে দামুড়হুদা নিবার্চন অফিসের তথ্য মতে ২০২০ সালে দর্শনা পৌরসভায় ২৮ হাজার ৬৮ জন ভোটার আগামী নিবার্চনে ভোট প্রদান করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১৩ হাজার ৮৬০ জন এবং নারী ভোটার ১৪ হাজার ২০৮ জন। পুরুষের তুলনায় ৩৪৮ জন নারী ভোটার বেশি।

এছাড়া বিগত ৫ বছরে নতুন ভোটার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িছে ৩ হাজার ৮৭৩ জন। আগামী দর্শনা পৌরসভা নিবার্চনে নতুন প্রজন্মের ভোটারা পুরাতন প্রার্থীকে ভোট দেবেন নাকি নতুন প্রার্থীকে বেছে নেবে তা এখন অপেক্ষার পালা। তবে বিগত দিনে দর্শনা পৌরসভার উন্নয়ন কি হওয়ার কথা ছিল আর কি হয়েছে এ দিকটাও সাধারণ ভোটারা লক্ষ্য

জীবননগর বাঁকা ইউনিয়নে কমসূজনী ৪০ দিনের কাজে চরম অনিয়ম

জীবননগরে ৪০ দিনের কমসূজনী কাজের চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খাতা কলমে ৪০ জনের নামের তালিকা থাকলেও সেখানে আছে মাত্র ২২ থেকে ২৫জন বাদ বাকি লোকজন উপস্থিত না থাকলেও তোলা হচ্ছে হাজিরা।

তাছাড়া কমসূজনী কাজ দরিদ্রদের মধ্যে দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে স্বজন প্রীতিরর অভিযোগ রয়েছে। এদিকে স্থানীয়রা বলছেন পিআইও অফিসের কোন কর্মকর্তা না থাকায় এ কাজে অনিয়ম হচ্ছে ।

সরেজমিনে বাঁকা ইউনিয়নের ঘোষনগর গ্রামের মাঠের রাস্তার উপর মাটি দেওয়ার দৃশ্য দেখে হতবাক হওয়ার মত অবস্থা। হাজিরা তোলার জন্য খাতা থাকার কথা থাকলেও সেখানে কোন হাজিরা খাতা নেই। ৪০জন সদস্য থাকার স্থলে আছে মাত্র ২২জন তাও আবার মুখে মুখে। অথচ নামের তালিকায় আছে ৪০জনের নাম ।

একই অবস্থা আরও একটি স্থানে, সেখানে ৪০জনের পরিবর্তে আছে ৩২জন। এর মধ্যে আবার তিনজন পারিবারিক কাজের জন্য অন্য স্থানে চলে গেছে। হাজিরা খাতার বিষয়ে জানতে চাইলে কাজের দায়িত্বরত সরদার মিয়াজান বলেন, হাজিরা খাতা এখনও পাইনি এ জন্য হাজিরা তোলা হয়নি।

তবে আমাদের ৪০জন সদস্য আছে তারা সবাই হাজির হয়। বাঁকা ইউপি সদস্য খাইরুল ইসলাম বলেন, আজ প্রথম দিন তো এজন্য লেবার কম এয়েছে। তবে আগামীতে সবাই আসবে । বাঁকা ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম কমসূজনী কাজের অনিয়মের কথা স্বীকার করে বলেন, কমসূজনী কাজ হচ্ছে অনেক দিন পর । আর আজ প্রথম কাজ শুরু হচ্ছে তো এ জন্য লোকজন কম আসছে তবে আশা করি আগামীতে সবাই কাজে উপস্থিত হবে ।

জীবননগর উপজেলার পিআইও মিজানুর রহমান বলেন, কমসূজনী ৪০দিনের

কাজটি আসলে অতিদরিদ্রদের জন্য তারা প্রতিদিন ২শ টাকা হাজিরা পাবে এর মধ্যে ৫০টাকা ব্যাংকে তাদের নামে জমা থাকবে আর ১৫০টাকা হাজিরা তারা প্রতিদিন পাবে ।

এর পর কাজ শেষে তারা তাদের জমাকৃত টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নিতে পারবে । আর অনিয়মের বিষয়টার ব্যাপারে আসলে আমাদের অফিসে লোকবল কম থাকার কারণে সমস্থ কাজ একা দেখা সম্ভব হয় না। তবে কাজে যদি অনিয়ম পাওয়া যায় তা হলে যারা এর সাথে জড়িত আছে তদন্ত পূর্বক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম

জীবননগরে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাবা ও মেয়েকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে রেজাউলের বিরুদ্ধে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, প্রতাবপুর গ্রামের আব্দুল নজর আলী গোলদারের ছেলে আব্দুল ছোবহান (৪৭) এবং আব্দুল ছোবহানের মেয়ে সুফিয়া (১৯)।

আহত ছোবহান অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়ের সাথে রেজাউলের মেয়ের ঝগড়া হয়। এই সূত্র ধরে রেজাউল, শফি, মাহাবুল সহ বেশ কিছু ব্যক্তিরা আমার বাড়িতে এসে আমার এবং আমার মেয়েকে মারধর করে।

এক পর্যায়ে আমরা চিৎকার করলে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে তারা পালিয়ে যায়। পরে আমাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর হাসপাতালে ভর্তি করে।

এ ব্যাপারে রেজাউল জানান, ছোবহান আগে আমাদের মারধর করতে আসে এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয় এবং উভয় পক্ষেই হাতাহাতি হয়।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন,

প্রতাবপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই পরিবারের মধ্যে দ¦ন্দ¦ হয়।

এ সংবাদ শুনে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং দুই পক্ষকে শান্ত করে। তবে এ বিষয়ে এখনও কোন পক্ষ অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং

জীবননগর বাজারে সারের সংকট রোধে বাজার মনিটরিং করা হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এ বাজার মনিটরিং করেন।

আগামী বোরো মৌসুমে কৃষকের দোড়গোড়ায় যেন ন্যায্যমূল্যে সার পৌঁছে যায় এবং কৃত্রিম সারের সংকট যেন সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে জীবননগর উপজেলার সকল বিসি আই সি এবং বিএডিসি সার ডিলারদের দোকান পরিদর্শন, ক্যাশমেমো যাচাই এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গার ফরিদপুরে গভীর রাতে একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে গ্যাঁড়াকলে বকুল

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামের বকুল অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে গ্রামবাসীর ঘেরাওয়ের শিকার হয়েছে। বৃহস্পতিবার

গভীর রাতে গ্রামবাসী বেঁধে গণপিটুনী দিয়ে বকুলকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

বকুল বেলগাছি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফরিদপুর গ্রামের আশরাফুল হক মন্টুর ছেলে। বকুলের জীবনজুড়ে নানা কুকীর্তির অভিযোগ রয়েছে বলে জানিয়েছে গ্রামবাসী।
জানা গেছে, ফরিদপুর গ্রামের কারিগরপাড়ার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া একটি মেয়েকে টার্গেট করে ওই পরিবারের লোকজনের সাথে সম্প্রতি সখ্য গড়ে তোলে বকুল।

বকুল মাঝেমধ্যেই ওই বাড়িতে যাতায়াত করতে থাকে। এরই মধ্যে বকুল মেয়েটির ওপর নজর রাখতে থাকে। সে কোথায় ঘুমায়, কখন ঘুমায় সবই বকুল নখদর্পনে নিয়ে নেয়। বুধবার রাতেও বকুল ওই বাড়িতে যায়। সে রাত ১১ টার আগে কোন এক ফাঁকে গোপনে মেয়েটির ঘরে ঢুকে চৌকির নিচে লুকিয়ে থাকে।

মেয়েটিও রাতের খাবার খেয়ে ঘরের দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত ১১ টার পর বকুল চৌকির নিচ থেকে বেরিয়ে মেয়েটির বিছানায় গিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। মেয়েটি আকস্মাৎ চোখ মেলে দেখতে পায় তাকে জাপটে ধরে আছে বকুল। সে বকুলের হাত থেকে বাঁচতে চিৎকার করতে থাকে।

মেয়েটির চিৎকার চেচামেচিতে তার পরিবারের লোকজন ঘুম থেকে উঠে পড়ে। পরিবারের লোকজন বারেবার ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ঘরের দরজা খুলতে অনুরোধ করতে থাকে। কিন্ত দরজা খুললে মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যার হুমকি দেয় বকুল।

মেয়েটির পরিবারের সদস্যরা জানায়, দরজা না খুললে বিকল্প হিসেবে তারা অন্য ঘরের আড়ার ওপর দিয়ে ওই ঘরে প্রবেশ করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

এদিকে, বাড়িতে চিৎকার হওয়াতে প্রতিবেশীরাও ওই বাড়িতে গিয়ে মেয়েটিকে উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। এ সময় তারা বকুলকে বেঁধে উত্তমমধ্যম দিতে থাকে। গভীর রাতে বকুলকে ঘিরে নারী-পুরুষের জমায়েত হতে থাকে। পরে রাত সাড়ে ৩ টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে গণরোষ থেকে বকুলকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

প্রতিবেশীরা জানায়, এরকম মেয়ে ঘটিত অনেক ঘটনা বকুলের জীবনে রয়েছে। সে আনুমানিক ১০ বছর আগে স্কুলপাড়ার সেকেন্দার মোল্লার বড়

মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। গোপনে তাকে বিয়েও করে। বিয়ে করে আলমডাঙ্গায় একটি ভাড়া বাড়িতে তাকে রেখে কিছুদিন সংসারও করে। এরই মধ্যে মেয়েটি টের পায় তার স্বামী বকুলের একাধিক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে। এসব জানার পরই ওই সংসার ভেঙ্গে যায়।

এরপর বকুল ফরিদপুর কারিগরপাড়ার নুরুল ইসলামের মেয়ের সাথে একই রকম সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাকেও একই কায়দায় গোপনে বিয়ে করে। মেয়েটির কোলজুড়ে একটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। কিন্ত ৫ বছরেও বকুলের পরিবার মেয়েটিকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয়নি। সে তার পিতার বাড়িতেই থাকতে বাধ্য হয়। দরিদ্র নুরুল ইসলাম ক্ষমতার কাছে পরাজিত হন। তিনি মেয়ের স্ত্রীর মর্যাদাও এ পর্যন্ত আদায় করতে পারেননি।

এদিকে, পুলিশের হাতে আটক হওয়া বকুল ফরিদপুর কারিগরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদের সেক্রেটারী বলে জানা গেছে। রাতের জঘন্য ঘটনার পর তাকে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী পদ থেকে অপসারণেরও দাবি তুলেছে গ্রামবাসী।